উদ্ভাবনের নামঃ বিনামূল্যে জরায়ু-মুখ (VIA test) ও স্তন ক্যান্সার স্ক্রীনিং (CBE) সেবা এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির অগ্রগতি বৃদ্ধি।

উদ্ভাবন গ্রহণের বিবরণঃ কুষ্টিয়া তথা বাংলাদেশে ইউনিয়ন/গ্রাম পর্যায়ে বিনামূল্যে জরায়ু-মুখ ও স্তন ক্যান্সার পরীক্ষার কোন সরকারি প্রতিষ্ঠান নেই। বাংলাদেশে জরায়ু-মুখের ক্যান্সারের উচ্চ হারের উল্লেখযোগ্য কারণগুলো হচ্ছে বাল্য বিবাহ, অল্পবয়সে যৌন সহবাস, অধিক সন্তান জন্মদান, যৌনবাহিত রোগসমূহ এবং নিম্ন আর্থ সামাজিক অবস্থা যা পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের সাথে সম্পর্কিত। এ লক্ষ্যে উপজেলা পরিষদের সহায়তায় কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল এর গাইনি বিভাগের বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা ও স্বাস্থ্য বিভাগের সকল মহিলা এসএসিএমও এবং এফডব্লিউভিদের জরায়ু-মুখ (VIA test) ও স্তন ক্যান্সার স্ক্রীনিং (CBE) বিষয়ক ১০ দিন ব্যাপি মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে জেলা প্রশাসক, উপজেলা চেয়ারম্যান, উপ-পরিচালক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানসহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন করা হয়। ইতোমধ্যে সেবাগ্রহীতাদের ডেটাবেইজ তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রেফারেল ও ফলোআপ এবং সার্পোটিভ সুপারভিশন চলমান রয়েছে। কুষ্টিয়া সদর উপজেলায় সকল ইউনিয়নে ১ বছরে ৫০০০ জন মহিলাকে এ প্রকল্পের আওতায় উপকারভোগী হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। এই সেবা কার্যক্রম এর সাথে সাথে খুব সহজেই সেবা গ্রহীতাকে কাউন্সেলিং এবং উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির গ্রহীতার সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

চিত্র-১. জেলা প্রশাসক কর্তৃক (VIA test) ও (CBE) ক্যাম্প উদ্বোধন।

চিত্র-২.ইউনিয়ন পর্যায়ে সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন।

উদ্ভাবন গ্রহণের যৌক্তিকতাঃ বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক এ্যান্ড হেলথ সার্ভে (BDHS)- ২০১৪ অনুযায়ি পরিবার পরিকল্পনার দীর্ঘমেয়াদি পদ্ধতি তথা আইইউডি এবং ইমপ্ল্যান্ট এর অগ্রগতির হার যথাক্রমে মাত্র .৬% এবং ১.৪% (সক্ষম দম্পত্তির) যেখানে জাতীয় পর্যায়ে ২০২২ সালের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা আইইউডি-৪% এবং ইমপ্ল্যান্ট- ৪%-এ উন্নীত করা। কিন্তু এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর থেকে নানাবিধ উদ্যোগ (প্রশিক্ষণ, সেমিনার, ওয়ার্কশপ) গ্রহণ করা হলেও লক্ষ্যমাত্রানুযায়ি ফল পাওয়া যাচ্ছে না। তাই আশু সমাধানের জন্য একটা strategic wapon জরুরী। এক্ষেত্রে বিনামূল্যে মানুষকে জরায়ু-মুখ ও স্তন ক্যান্সার স্ক্রীনিং সেবা কার্যক্রম ভূমিকা রাখতে পারে। কারন ক্লাইন্টেকে VIA test এর সময় সহজেই IUD পদ্ধতি দেয়া যায়। পরিবার পরিকল্পনার Method mix (পদ্ধতির লক্ষ্যমাত্রার শ্রেণিবিন্যাস)-কে সামনে রেখে বাংলাদেশের ভবিষ্যত বিবেচনায় (শিক্ষার হার এবং সচেতনতা বৃদ্ধি) দীঘমেয়াদি পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির উপর গুরুত্বারোপ সময়ের দাবি। কুষ্টিয়া সদর উপজেলায় এ প্রকল্পটি

সফলভাবে পরিচালনার মাধ্যমে জরায়ু-মুখ ও স্তন ক্যান্সারে মৃত্যুর সম্ভাবনা হ্রাস পাবে এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির গ্রহীতার লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে ।

আন্তর্জাতিক ক্যান্সার গবেষণা এজেন্সি সাম্প্রতিক এক জরিপে বলেছে, বাংলাদেশে বছরে সাড়ে ছয় হাজারের বেশি নারী জরায়ু মুখের ক্যান্সারে মারা যাচ্ছে। প্রতি বছর নতুন করে ১২ হাজারের মতো নারীর শরীরে এই ক্যান্সার সনাক্ত হচ্ছে। অথচ অন্য ধরনের ক্যান্সারের তুলনায় জরায়ু মুখের ক্যান্সার খুব সহজে র্নিণয় করা যায়। এমনকি আক্রান্ত হওয়ার আগেই ধরা যায়। ইউনিয়ন পর্যায়ে বিনামূল্যে এই সেবা দেওয়ার কোন সরকারি প্রতিষ্ঠান নেই। ফলে বাংলাদেশের বড় জনগোষ্ঠি এই সুবিধার বাইরে আছে। কুষ্টিয়া সদর উপজেলার চিত্রও একই।

বাংলাদেশে জরায়ু মুখের ক্যান্সারের মূল সমস্যা হল মহিলারা আক্রান্তের শুরুতে পরীক্ষা করে না। একেবারে শেষ পর্যায়ে গেলে পরীক্ষা করে। এটি শেষ পর্যায়ে গেলেই সাধারণত শুধুমাত্র ব্যাথা দেখা দেয়। কিন্তু নিয়মানুযায়ী ভায়া পরীক্ষা করালে শুরুতেই সনাক্তকরণ সম্ভব এবং চিকিৎসা গ্রহণ করে সুস্থ থাকা যায়।

সিবিই ও এসবিই পরীক্ষার মাধ্যমে স্তন ক্যান্সার প্রতিরোধ করা সম্ভব। স্তনে কোন রকম সমস্যা দেখা দিলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শে প্রাথমিক পর্যায়ে সিবিই পরীক্ষার মাধ্যমে স্তন ক্যান্সার হয়েছে কিনা জানতে পারা যায়। প্রক্ষান্তরে দেরিতে ধরা পড়লে মারা যায়।

যেহেতু ইউনিয়ন/গ্রাম পর্যায়ে জরায়ু মুখের ক্যান্সার ও স্তন ক্যান্সার প্রাথমিক পরীক্ষার ব্যবস্থা অন্য কোথাও নেই তাই এটি ইনোভেশন প্রকল্প হিসেবে নেওয়া হয়েছে। এই উদ্যোগ গ্রহণের পূর্বে উল্লেখিত সেবা গ্রহণের জন্য সেবাগ্রহীতাকে জেলা হাসপাতালে যেতে হতো কিন্তু নিজ ইউনিয়নে/গ্রামে বিনামূল্যে সেবা প্রাপ্তিতে সময়, ব্যয় এবং ভিজিটের সংখ্যা কমে যাবে। তাই (TCV) কে বিবেচনা করে এই প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। ২৫-৪৯ বছর বয়সী সকল মহিলাকে বিনামূল্যে জরায়ু মুখ ও স্তন ক্যান্সার স্ক্রীনিং এর আওতায় এনে এই মরণ ব্যাধি থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। কম সময়ে, কম খরচে একদিকে মহিলা/মা-কে সেবা দেওয়া যায় অন্যদিকে যথোপুযুক্ত মোটিভেশনের মাধ্যমে বিভাগীয় লক্ষ্যমাত্রা অর্জন **হবে** । ফলে এই উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের টেকসই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হাতিয়ার হিসাবে ভূমিকা রাখবে।

চিত্র-৩. VIA ও CBE বিষয়ক মৌলিক প্রশিক্ষণ।

চিত্র-৪. জেলা প্রশাসক ও উপ-পরিচালক কর্তৃক VIA ,CBE ও দীর্ঘমেয়াদী ক্যাম্প পরিদর্শণ।

নতুনত্ব (Novelty/Value addition):- বাংলাদেশে ইউনিয়ন/গ্রাম পর্যায়ে বিনামূল্যে জরায়ু-মুখ (VIA test) ও স্তন ক্যান্সার স্ক্রীনিং (CBE) সেবা এটাই প্রথম। উল্লেখ্য এই সেবার সাথে সমন্বয় (linkage) করে দীঘমেয়াদি পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির অগ্রগতি বৃদ্ধি করার ব্যতিক্রমধর্মী কৌশল উদ্ভাবিত হয়েছে যা পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের কার্যক্রমে ভিন্ন মাত্রা (new dimension) যুক্ত করবে।

কার্যক্রমের অগ্রগতিঃ

নিজ উদ্যোগে ডিসেম্বর ২০১৯খ্রিঃ হতে নভেম্বর ২০২০ খ্রিঃ পযন্ত মোট ১৩৩২ জনকে ভায়া পরীক্ষা ও ১৩৩২ জনকে সিবিই পরীক্ষা করা হয়েছে। এর মধ্যে ভায়া পজিটিভ ৪৩ জন ও ভায়া নেগেটিভ ১২৮৯ জন। **দীর্ঘমেয়াদি পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির অগ্রগতি**- আইউডি পদ্ধতি গ্রহণকারী ৪৩৪জন এবং ইমপ্লান্ট গ্রহণকারী ১৪৩৮ জন।

অধিদপ্তরের পাইলটিং হিসাবে ডিসেম্বর, ২০২০খ্রিঃ মাস হতে মার্চ ২০২১খ্রিঃ পর্যন্ত ৬১০ জনকে ভায়া পরীক্ষা ও ৬১০ জনকে সিবিই পরীক্ষা করা হয়েছে। এর মধ্যে ভায়া পজিটিভ ০৮ জন ও ভায়া নেগেটিভ ৬০২ জন। সিবিই পজিটিভ ০৩ জন ও সিবিই নেগেটিভ ৬০৭ জন। **দীর্ঘমেয়াদি পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির অগ্রগতি**- আইউডি পদ্ধতি গ্রহণকারী ২৯৪জন এবং ইমপ্লান্ট গ্রহণকারী ৯৬৬ জন। বিদ্যমান অগ্রগতির বিবেচনায় বছরে গড়ে আইউডি পদ্ধতি গ্রহণকারী ৮৮২জন এবং ইমপ্লান্ট গ্রহণকারী ২৮৯৮ জন হবে মর্মে বিবেচনা করা যায় যা অতিতের বছরগুলোর তুলনায় অনেক বেশি।

উদ্ভাবনটি বাস্তবায়নের জন্য কত অর্থ ব্যয় হয়েছে? উপজেলা পরিষদ প্রশিক্ষণের ব্যয়ভার বহন করে। বেশিরভাগ ইকুইপমেন্ট সরকারিভাবে সরবরাহ আছে। শুধুমাত্র ৫% এসিটিক এ্যাসিড স্থানীয়ভাবে সরবরাহ/ব্যবস্থা করা হয়েছে।

উদ্ভাবন বাস্তবায়নের জন্য পাইলট কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে কীনা? হয়ে থাকলে তারিখঃ ১৭/১২/২০২০ খ্রিঃ

সারাদেশে উদ্ভাবনটি বাস্তবায়নযোগ্য কীনা? হ্যাঁ

উদ্ভাবকের নাম ও ঠিকানাঃ মোঃ ওমর ফারুক, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, কুষ্টিয়া সদর, কুষ্টিয়া।

ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার নাম, পদবী, ফোন ও ই-মেইলঃ মোঃ ওমর ফারুক, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, 01709-073337, ufpokushtia@gmail.com; omar.faroukdumgt@gmail.com